रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-221

রেজিস্ট্রী নং ডি-২২১

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট

असाधारण

EXTRAORDINARY

বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 12 | नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022 | [भाद्र 9, 1944 शक

No. 12 | NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022 | [BHADRA 9, 1944 (SAKAY)

নং 12 | নতুন দিল্লী, বুধবার, ৩১শে আগস্ট, ২০২২ | [৯ই ভাদ্র, ১৯৪৪(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ৭ই জুন, ২০২২/১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪৪(শক)

(১) দি সিগারেট্স্ অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্ট্স্ (প্রোহিবিশ্ন্ অফ অ্যাডভারটাইজমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশ্ন্ অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, প্রোডাক্শ্ন্, সাপ্লাই অ্যান্ড ডিসট্রিবিউশ্ন্) অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর ৩৪),

(২) দি প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিস (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ২৯),

(৩) দি প্রোটেকশন অফ্ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৪৩),

(৪) দি ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৫৩)

(৫) দি পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড অ্যাক্ট, ২০০৬ (২০০৬-এর ১৯),

(৬) দি শেডিউল্ড ট্রাইব্স অ্যান্ড আদার ট্রাডিশনাল ফরেস্ট ড্যুয়েলার্স্ (রিকগনিশন অফ্ ফরেস্ট রাইট্স) অ্যাক্ট, ২০০৬ (২০০৭-এর ২),-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

ডঃ রীটা বশিষ্ট

সচিব

বিধান বিভাগ

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

ভারত সরকার

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 7th June, 2022/ 17 Jyaistha, 1944 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003),

(2) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005),

(3) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005),

(4) The Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005),

(5) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006),

(6) The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007),

are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

Dr. Reeta Vashista
Secretary
Legislative Department
Ministry of Law and Justice
Government of India

তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী (বনাধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬

(২০০৭-এর ২নং আইন)

[২৯শে ডিসেম্বর, ২০০৬]

বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহ ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী যাহারা পুরুষানুক্রমে ঐরূপ বনে বসবাস করিতেছেন অথচ যাহাদের অধিকার অভিলিখিত করা যায় নাই তাহাদের বনাধিকার ও বনভূমিতে উপজীবিকার অধিকারকে স্বীকৃতি-প্রদান ও উহা তৎপ্রতি ন্যস্ত করিবার জন্য; ঐরূপে ন্যস্ত বনাধিকার অভিলিখিত করিবার জন্য একটি পরিকাঠামোর ও বনভূমি সম্পর্কে এইরূপ স্বীকৃতি ও ন্যস্ত করিবার জন্য আবশ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রকৃতির ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

যেহেতু বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহ ও অন্য পরম্পরাগত বনবাসীগণের স্বীকৃত অধিকারসমূহ অবিরত ব্যবহার, জীব বৈচিত্র্যের পরিরক্ষণ ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার দায়দায়িত্ব ও প্রাধিকার এবং তদ্দ্বারা বনের পরিরক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার পাশাপাশি বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহ ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর জীবিকা ও খাদ্যের নিরাপত্তার সুনিশ্চিতকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

এবং যেহেতু ঔপনিবেশিক সময়সীমাকালে এবং স্বাধীন ভারতেও রাষ্ট্রের বনসমূহের একত্রীকরণকালে পৈতৃক ভূমি ও উহাদের বাসভূমির উপর বনাধিকার যথাযোগ্যরূপে স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহ এবং অন্য পরম্পরাগত বনবাসীগণ যাহারা বনের বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাহাদের প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহ ও অন্য পরম্পরাগত বনবাসীগণের ও তৎসহ যাহারা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত হস্তক্ষেপের কারণে আপন বসতবাটি স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদের ভূধৃতি ও অভিগমনাধিকার সংক্রান্ত দীর্ঘকালিক নিরাপত্তাহীনতা মিটানো আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে;

অতএব ভারত সাধারণতন্ত্রে সপ্তপঞ্চাশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :–

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী (বনাধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, –

(ক) ''সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক বন সম্পদ'' বলিতে গ্রামের পরম্পরাগত বা প্রথাগত সীমার অভ্যন্তরস্থ প্রথাগত সাধারণ বনভূমি অথবা মেষপালক সম্প্রদায়ের

ক্ষেত্রে ভূপ্রকৃতির মরসুমী উপযোগ বুঝায় এবং যে সকল সংরক্ষিত বন, সুরক্ষিত বন এবং সুরক্ষিত অঞ্চল যথা অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানসমূহে ঐরূপ সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত অভিগমনাধিকার ছিল, তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(খ) ''সংকটগ্রস্ত বন্যপ্রাণী আবাসভূমি'' বলিতে, যেসকল অঞ্চলকে বিজ্ঞানসম্মত এবং বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠির ভিত্তিতে ঘটনা পরম্পরাক্রমে, বন্যপ্রাণী পরিরক্ষণের প্রয়োজনে অলঙ্ঘিত রাখা আবশ্যক বলিয়া বিনির্দিষ্টভাবে ও স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ৪ ধারার (১) ও (২) উপধারা সম্পর্কে উদ্ভূত কার্যপ্রক্রিয়াগত আবশ্যকতা অনুসারে ঐরূপ অঞ্চলসমূহকে নির্ধারণ করিবার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণকে অন্তর্ভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের একজন প্রতিনিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে, তৎকর্তৃক প্রকাশ্য আলোচনা-প্রক্রিয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রক কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে জাতীয় উদ্যানসমূহ এবং অভয়ারণ্যসমূহের সেইসকল প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল বুঝায়;

(গ) ''বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি'' বলিতে, তফসিলী জনজাতিসমূহের যেসকল সদস্য বা সম্প্রদায় প্রধানতঃ বনে বা বনভূমিতে বাস করেন এবং যাহারা প্রকৃত অর্থে জীবনধারণের প্রয়োজনে ঐ বন বা বনভূমির উপর নির্ভরশীল, তাহাদের বুঝায় এবং উহা তফসিলী জনজাতিভুক্ত মেষপালক সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঘ) ''বনভূমি'' বলিতে যেকোন বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেকোন প্রকারের ভূমি বুঝায় এবং উহা অ-শ্রেণীবদ্ধ বন, অ-সীমা নির্দিষ্ট বন, বিদ্যমান বন বা বন বলিয়া গণ্য অঞ্চল, সুরক্ষিত বন, সংরক্ষিত বন, অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানসমূহকে অর্ন্তভুক্ত করে;

(ঙ) ''বনাধিকার'' বলিতে, ৩ ধারায় উল্লিখিত বনাধিকার বুঝায়;

(চ) ''বনস্থিত গ্রাম'' বলিতে, কোন রাজ্য সরকারের বন বিভাগ কর্তৃক বন সম্পর্কিত ক্রিয়ার জন্য বনের অভ্যন্তরে স্থাপিত কোন বসতি বা যাহাকে বন সংরক্ষণ প্রণালীর মাধ্যমে বনস্থিত গ্রামে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, তাহাকে বুঝায় এবং উহা বনস্থিত বসতি গ্রাম, স্থায়ী অভিযাচন জোত, ঐরূপ গ্রামের জন্য যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, সকলপ্রকার তৌঙ্গা বসতিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তৎসহ সরকার কর্তৃক, কৃষিকার্য ও অন্যবিধ ব্যবহারার্থ অনুমোদিত ভূমিকাকেও অন্তর্ভুক্ত করে;

(ছ) ‘‘গ্রাম সভা’’ বলিতে মহিলাগণের পূর্ণ ও অবাধ অংশগ্রহণ সহ গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে লইয়া গঠিত কোন গ্রামীণ সমাবেশ এবং যেসকল রাজ্যে কোন পঞ্চায়েত নাই তথায় পাড়া, টোলা এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নির্বাচিত গ্রামীণ কমিটিসমূহ বুঝায়;

(জ) ‘‘আবাসভূমি’’ সংরক্ষিত বন ও সুরক্ষিত বনসমূহে আদিম জনজাতি গোষ্ঠী ও প্রাক্-কৃষি সম্প্রদায় এবং বনে বসবাসকারী অন্যান্য তফসিলী জনজাতির প্রথাগত আবাসভূমি এবং উহার ন্যায় অন্যান্য আবাসভূমির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঝ) ‘‘গৌণ বন উপজ’’ উদ্ভিদজাত কাষ্ঠ ব্যতীত সকলপ্রকার বন উপজকে ও তৎসহ বাঁশ, ঝোপ-ঝাড়, গুঁড়ি, বেত, তসর, রেশমগুটি, মধু, মোম, লাক্ষা, তেন্দু বা কেন্দু পাতা, ভেষজ উদ্ভিদ ও ঔষধি, শিকড়, কন্দ এবং তদনুরূপ বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঞ) ‘‘সংযোজক এজেন্সি’’ বলিতে, ১১ ধারায় বিনির্দিষ্ট সংযোজক এজেন্সি বুঝায়;

(ট) ‘‘প্রজ্ঞাপন’’ বলিতে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন বুঝায়;

(ঠ) ‘‘বিহিত’’ বলিতে, এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ড) ‘‘তফসিলভুক্ত অঞ্চল’’ বলিতে, সংবিধানের ২৪৪ অনুচ্ছেদের (ঠ) প্রকরণে উল্লিখিত তফসিলভুক্ত অঞ্চল বুঝায়;

(ঢ) ‘‘অবিরত ব্যবহার’’ কথাটির সেই একই অর্থ থাকিবে উহার যে অর্থ বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ২ ধারার (ণ) প্রকরণে রহিয়াছে; ২০০৩-এর ১৮।

(ণ) ‘‘অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী’’ বলিতে, কোন সম্প্রদায়ের সদস্য বা সম্প্রদায়, যে ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৫ -এর পূর্বে অন্ততঃ তিন প্রজন্ম ধরিয়া মূলতঃ বন বা বনভূমিতে বসবাস করিয়াছে এবং যে প্রকৃত অর্থে জীবনধারণের প্রয়োজনে বন বা বনভূমির উপর নির্ভরশীল, তাহাকে বুঝায়।

ব্যাখ্যা।– এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে, ‘‘প্রজন্ম’’ বলিতে, পঁচিশ বৎসরের কোন সময়সীমা বুঝায়;

(ত) ‘‘গ্রাম’’ বলিতে বুঝায়, –

(i) প্রভিশনস্ অফ দি পঞ্চায়েতস (এক্সটেনশন টু দ্য শেডিউল্ড এরিয়াস্) অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ৪ ধারার (খ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন গ্রাম; বা ১৯৯৬-এর ৪০।

(ii) তফসিলভুক্ত অঞ্চল ব্যতিরেকে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে কোন রাজ্য বিধিতে গ্রাম বলিয়া উল্লিখিত কোন অঞ্চল ; বা

(iii) গ্রাম বলিয়া প্রজ্ঞাপিত হউক বা না হউক, বনস্থিত গ্রাম, প্রাচীন আবাসভূমি বা বসতি এবং অ-সমীক্ষিত গ্রামসমূহ ; বা

(iv) যেসকল রাজ্যে পঞ্চায়েত নাই সেইসকল রাজ্যের ক্ষেত্রে, যে নামেই অভিহিত হউক, পরম্পরাগত গ্রামকে বুঝায়;

(থ) "বন্যপ্রাণী" বলিতে, ওয়াইল্ড লাইফ (প্রোটেক্‌শন) অ্যাক্ট, ১৯৭২-এর ১ হইতে ৪ তফসিলে বিনির্দিষ্ট যেকোন প্রজাতির এবং বন্য প্রকৃতির প্রাণী বুঝায়। ১৯৭২-এর ৫৩।

অধ্যায় ২

বনাধিকার

বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর বনাধিকার।

৩। (১) এই আইনের প্রয়োজনে, নিম্নলিখিত যে অধিকারসমূহ ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত বা উভয়প্রকার ভূধৃতির অধিকারকে সুনিশ্চিত করে তাহা সকল বনভূমির উপর বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহ ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর বনাধিকার হইবে, যথা :–

(ক) বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি বা অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর কোন সদস্য বা সদস্যগণ কর্তৃক বসবাসের বা জীবনধারণের প্রয়োজনে স্বয়ং কৃষিকার্য করিবার জন্য ব্যক্তিগত বা যৌথ ভোগদখলের অধীনে কোন বনভূমি ধারণ করিবার এবং তথায় বাস করিবার অধিকার;

(খ) সম্প্রদায়গত অধিকার যথা নিস্তার, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন এবং তৎসহ পূর্ববর্তী রাজন্যবর্গের রাজ্যে, জমিদারীতে বা ঐরূপ মধ্যবর্তী শাসনব্যবস্থায় অন্য যে নামগুলি ব্যবহৃত হইত, তাহা ;

(গ) গৌণ বন উপজ যাহা পরম্পরাগতভাবে গ্রামে সীমানার অভ্যন্তরে বা বাহিরে সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে তদুপরে মালিকানার অধিকার এবং উহা সংগ্রহ করিবার, ব্যবহার করিবার ও বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য অভিগমনাধিকার;

(ঘ) মৎস্য এবং জলক্ষেত্রের অন্যান্য উপজাত বস্তু, পশুচারণ (স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান উভয়প্রকৃতির) এবং যাযাবর বা মেষপালক সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত মরসুমী সম্পদের ব্যবহারাধিকারের ন্যায় ব্যবহারের বা স্বত্বাধিকারের অন্যান্য সম্প্রদায়গত অধিকার;

(ঙ) আবাসভূমির সম্প্রদায়গত ভূধৃতির অধিকার ও আদিম জনজাতিগোষ্ঠী ও প্রাক্-কৃষি সম্প্রদায়ের বসতির অধিকার সমেত অধিকারসমূহ;

(চ) কোন রাজ্য, যেখানে দাবি সংক্রান্ত বিবাদ রহিয়াছে সেখানে, যেকোন নামের বিবাদ্য ভূমিতে বা উহার উপর অধিকার;

(ছ) কোন স্থায়ী প্রাধিকার বা কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক বনভূমিতে প্রদত্ত পাট্টা বা ইজারা বা মঞ্জুরিকে স্বত্বে রূপান্তরিত করিবার অধিকার;

(জ) বসতি-স্থাপনের এবং সকল বনস্থিত গ্রাম, প্রাচীন বাসভূমি, অ-সমীক্ষিত গ্রাম এবং বনের অন্য গ্রামসমূহ; তাহা অভিলিখিত, প্রজ্ঞাপিত হউক বা না হউক তাহাকে রাজস্বপ্রদায়ী গ্রামে রূপান্তরিত করিবার অধিকার;

(ঝ) যেসকল সম্প্রদায়গত বন-সম্পদ অবিরত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাহারা পরম্পরাগতভাবে সুরক্ষিত বা পরিরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন তাহা সুরক্ষার, পুনঃসৃজন করিবার বা পরিরক্ষণ অথবা পরিচালনের অধিকার;

(ঞ) কোন রাজ্য বিধি বা কোন স্বশাসিত জেলা পরিষদ অথবা স্বশাসিত প্রাদেশিক পরিষদের বিধিসমূহ অনুযায়ী যাহা স্বীকৃত বা কোন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট জনজাতির কোন পরম্পরাগত বা প্রথাগত বিধি অনুযায়ী জনজাতিবর্গের অধিকাররূপে যাহা প্রতিগৃহীত সেরূপ অধিকারসমূহ;

(ট) জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অভিগম্যতার অধিকার এবং মেধাসম্পদে এবং জীববৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সম্পর্কিত পরম্পরাগত জ্ঞান সম্পর্কে সম্প্রদায়গত অধিকার;

(ঠ) ক্ষেত্রানুযায়ী, বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহ বা অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর (ক) হইতে (ট) প্রকরণে যাহা বর্ণিত হয় নাই এরূপ, শিকার করা, ফাঁদ পাতিয়া পশুপাখি ধরা অথবা কোন প্রজাতির বন্য প্রাণীর শরীরের কোন অংশ কাটিয়া লইবার পরম্পরাগত অধিকার বাদে, অন্য যে পরম্পরাগত অধিকার প্রথাগতভাবে উপভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা;

(ড) যেক্ষেত্রে তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখের পূর্বে তাহাদের পুনর্বাসনের বৈধ স্বত্বাধিকার না পাইয়া যে কোন প্রকারের বনভূমি হইতে অবৈধভাবে উচ্ছিন্ন বা বাস্তুচ্যুত হইয়াছেন সেক্ষেত্রে বিকল্প ভূমি সমেত আদিঅবস্থানে পুনর্বাসনের অধিকার।

(২) ফরেস্ট (কনজারভেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০-তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় ১৯৮০-এর ৬। সরকার, সরকার কর্তৃক পরিচালিত নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধার জন্য বনভূমির ভিন্নমুখী ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবেন যাহার সহিত হেক্টর প্রতি অনধিক পঁচাত্তরটি বৃক্ষচ্ছেদনের বিষয় জড়িত, যথা :–

(ক) বিদ্যালয় ;

(খ) ঔষধালয় বা হাসপাতাল ;

(গ) অঙ্গনওয়াড়ী ;

(ঘ) ন্যায্য মূল্যের দোকান ;

(ঙ) বৈদ্যুতিক এবং দুরসঞ্চার লাইন ;

(চ) জলাশয় এবং অন্য ক্ষুদ্র জলক্ষেত্র ;

(ছ) পানীয় জল সরবরাহ এবং জলের পাইপলাইন ;

(জ) জল বা বৃষ্টির জল সংগ্রাহী নির্মিতি ;

(ঝ) ক্ষুদ্র সেচ খাল ;

(ঞ) অ-চিরাচরিত শক্তির উৎস ;

(ট) দক্ষতা বৃদ্ধি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ;

(ঠ) সড়ক; এবং

(ড) সমষ্টি কেন্দ্র :

তবে বনভূমির ঐরূপ ভিন্নমুখী ব্যবহার কেবল তখনই অনুমোদিত হইবে যদি,–

(i) এই উপধারায় উল্লিখিত প্রয়োজনে যে বনভূমির ব্যবহার ভিন্নমুখী করিতে হইবে তাহা প্রতি ক্ষেত্রে এক হেক্টরের কম হয় ; এবং

(ii) ঐরূপ উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের ছাড়পত্র এই শর্তসাপেক্ষ হয় যে উহা গ্রাম সভা কর্তৃক সুপারিশকৃত হইবে।

অধ্যায় ৩

বনাধিকারের স্বীকৃতি, প্রত্যর্পণ ও উহা ন্যস্তকরণ এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ

বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি ও অন্য পরম্পরাগত বনবাসীর বনাধিকারের স্বীকৃতি ও উহা ন্যস্তকরণ।

৪। (১) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতগণের বনাধিকারের স্বীকৃতি দিতেছেন ও উহা তৎপ্রতি ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন –

(ক) ৩ ধারায় বর্ণিত সকল বনাধিকার সম্পর্কে রাজ্যসমূহের বা রাজ্যসমূহের যে যে অঞ্চলে উহারা তফসিলী জনজাতি বলিয়া ঘোষিত সেই সেই অঞ্চলের বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি;

(খ) ৩ ধারায় বর্ণিত সকল বনাধিকার সম্পর্কে অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী।

(২) জাতীয় উদ্যানসমূহ এবং অভয়ারণ্যসমূহের সংকটগ্রস্ত বন্যপ্রাণী আবাসভূমিতে এই আইন অনুযায়ী স্বীকৃত বনাধিকারসমূহ পরবর্তীকালে সংপরিবর্তিত বা পুনঃস্থাপিত করা যাইবে তবে, বন্যপ্রাণী পরিরক্ষণের নিমিত্ত অলঙ্ঘিত অঞ্চল সৃজনের প্রয়োজনে কোন বনাধিকার ধারণকারীকে নিম্নলিখিত সকল শর্ত পূরিত হওয়া ব্যতীত, পুনর্বাসিত করা যাইবে না বা তাহার অধিকারসমূহকে কোন প্রকারে প্রভাবিত করা যাইবে না, যথা :–

(ক) বিবেচনাধীন সমগ্র অঞ্চলে ৬ ধারায় যথা- বিনির্দিষ্ট বনাধিকারের স্বীকৃতি ও বনাধিকার ন্যস্তকরণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে;

(খ) রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলি কর্তৃক ওয়াইল্ড লাইফ (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, ১৯৭২ অনুযায়ী তদীয় ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে ১৯৭২-এর ৫৩। যে বন্যপ্রাণীর উপর বনাধিকারধারণকারীগণের ক্রিয়াকলাপের বা তাঁহাদের উপস্থিতির প্রভাব উক্ত প্রজাতিসমূহের এবং উহাদের আবাসভূমির অপরিবর্তনীয় ক্ষতিসাধনের এবং উহাদের অস্তিত্ব বিলোপনের আশঙ্কা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ;

(গ) রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত বিকল্প যথা, সহাবস্থান, প্রাপ্তিসাধ্য নহে ;

(ঘ) একটি পুনর্বসতি বা বিকল্প প্যাকেজ, যাহা প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়ের জন্য সুনিশ্চিত জীবনধারণের ব্যবস্থা করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাসঙ্গিক বিধিসমূহে ও নীতিতে ঐরূপ প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রদত্ত অনুজ্ঞাসমূহ পালন করে তাহা, প্রস্তুত ও সংজ্ঞাপিত হইয়াছে ;

(ঙ) প্রস্তাবিত পুনর্বসতি এবং প্যাকেজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গ্রাম সভার নিঃশর্ত তথ্য-অভিজ্ঞ সম্মতি লিখিতভাবে লব্ধ হইয়াছে ;

(চ) প্রতিশ্রুত প্যাকেজ অনুসারে পুনর্বসতি স্থলে সুযোগ-সুবিধা এবং ভূমির আবণ্টন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ পুনর্বসতিস্থাপন সম্পন্ন হইবে না :

তবে যে গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী আবাসভূমি হইতে বনাধিকার ধারণকারিগণকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনে ঐরূপে স্থানান্তরিত করা হইবে তাহা পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক অন্যবিধ ব্যবহারার্থে ভিন্নমুখী করা যাইবে না।

(৩) কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্পর্কে বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর প্রতি, বনভূমি ও আবাসভূমি সংক্রান্ত এই আইনের অধীনে বনাধিকারের স্বীকৃতি ও বনাধিকার ন্যস্তকরণ এই শর্তাধীন হইবে যে, ঐরূপ তফসিলী জনজাতিসমূহ বা জনজাতি সম্প্রদায় বা অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী ১৩ ই ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখের পূর্ব হইতে বনভূমি দখল করিয়া আছেন।

(৪) (১) উপধারা দ্বারা অর্পিত অধিকার বংশগত হইবে কিন্তু উহা পরকীকরণ কিংবা হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং বিবাহিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে যৌথভাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের নামেই রেজিস্ট্রিভুক্ত হইবে এবং একজন ব্যক্তি সম্বলিত পরিবারের ক্ষেত্রে ঐ একজন ব্যক্তির নামেই রেজিস্ট্রিকৃত হইবে এবং সরাসরি কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে বংশগত অধিকার নিকটতম আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

(৫) অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি বা অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর কোন সদস্য সম্পর্কে, স্বীকৃতি প্রদান ও সত্যনির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার দখলাধীন বনভূমি হইতে উচ্ছেদ বা অপসারিত করা যাইবে না।

(৬) যেক্ষেত্রে (১) উপধারা দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও ন্যস্ত বনাধিকার ৩ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণে উল্লিখিত ভূমি সম্পর্কিত হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ ভূমি এই আইনের প্রারম্ভের তারিখে কোন ব্যক্তি বা পরিবার অথবা সম্প্রদায়ের দখলাধীনে থাকিবে ও উহা প্রকৃত দখলাধীন অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং কোন ক্ষেত্রেই চার হেক্টরের অধিক হইবে না।

(৭) বনাধিকার, এই আইনে যেসকল বিনির্দিষ্ট রহিয়াছে তদ্ব্যতিরেকে, ফরেস্ট (কনজার্ভেশ্ন) অ্যাক্ট, ১৯৮০ অনুযায়ী ছাড়পত্র, 'বর্তমান নীট মূল্য' প্রদানের আবশ্যকতা এবং বনভূমির ভিন্নমুখীকরণের ক্ষেত্রে পরিপূরক বনসৃজন সহ সকল দায়ভার ও প্রক্রিয়াগত আবশ্যকতা মুক্ত অবস্থায়, অর্পিত হইবে। ১৯৮০-র ৬৯।

(৮) এই আইন অনুযায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও ন্যস্ত বনাধিকারসমূহ বনে বসবাসকারী এরূপ জনজাতিসমূহের ও পরম্পরাগত বনবাসীগণের ভূমির অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন যে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত হস্তক্ষেপের দরুন বসতবাটি ও কৃষিকার্য হইতে ভূমি বাবদ ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই উৎখাত হইয়াছিলেন এবং যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন ভূমি যে উদ্দেশ্যে অর্জন করা হইয়াছিল, উক্ত অর্জনের পাঁচ বৎসরের মধ্যেও সেই উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হয় নাই।

বনাধিকার ধারণকারীর কর্তব্য।

৫। কোন বনাধিকার ধারণকারী, কোন গ্রামসভা এবং যেসকল অঞ্চলে এই আইন অনুযায়ী কোন বনাধিকার ধারণকারী রহিয়াছেন সেই সকল অঞ্চলের গ্রামস্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহ—

(ক) বন্যপ্রাণী, বন এবং জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা করিতে ;

(খ) যাহাতে সংলগ্ন অববাহিকা অঞ্চল, জলের উৎসসমূহ ও বাস্তুতান্ত্রিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহ পর্যাপ্তরূপে সুরক্ষিত থাকে, তাহা সুনিশ্চিত করিতে ;

(গ) যাহাতে বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীর আবাসভূমি তাঁহাদের সাংস্কৃতিক ও স্বাভাবিক ঐতিহ্যকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে এরূপ যেকোন প্রকারের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হইতে সুরক্ষিত থাকে, তাহা সুনিশ্চিত করিতে ;

(ঘ) সম্প্রদায়গত বনজ সম্পদের অভিগম্যতা নিয়ন্ত্রণকারী এবং বন্যপ্রাণী, বন ও জীব বৈচিত্র্যকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে এরূপ কার্যকলাপ বন্ধ করা সংক্রান্ত গ্রাম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যে পালন করা হইতেছে তাহা সুনিশ্চিত করিতে

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

অধ্যায় ৪

বনাধিকার ন্যস্ত করিবার প্রাধিকার ও প্রক্রিয়া

বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীকে বনাধিকার ন্যস্ত করিবার প্রাধিকার ও উহার প্রক্রিয়া।

৬। (১) গ্রামসভা এই আইন অনুযায়ী তদীয় ক্ষেত্রাধিকারের স্থানিক সীমার মধ্যে বনে বসবাসকারী তফসিলী জনজাতিসমূহকে ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীকে, যে ধরণের ও যে পর্যন্ত বনাধিকার এককভাবে ও সম্প্রদায়গতভাবে ঐরূপ অধিকারসমূহ প্রয়োগ করিবার জন্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে দাবিসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহা একত্রীকৃত ও সত্যনির্ধারিত করিয়া ও প্রতিটি সুপারিশকৃত দাবি সম্পর্কিত অঞ্চল চিহ্নিতক্রমে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রদান করা যায়, তাহা নির্ধারণ করিবার প্রক্রিয়া আরম্ভনের প্রাধিকার হইবে, এবং অতঃপর ঐ মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিবে এবং তদনন্তর উহার প্রতিলিপি একটি মহকুমা স্তরের কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) গ্রামসভার সংকল্প দ্বারা ক্ষুব্ধ যেকোন ব্যক্তি (৩) উপধারা অনুযায়ী গঠিত মহকুমা স্তরের কমিটির নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং মহকুমা স্তরের কমিটি ঐরূপ দরখাস্ত বিবেচনা করিবেন ও উহার নিষ্পত্তি করিবেন :

তবে ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্ত, গ্রামসভা কর্তৃক উক্ত সংকল্প গৃহীত হইবার তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে করিতে হইবে :

পরন্তু, ঐরূপ কোন দরখাস্ত ক্ষুব্ধ ব্যক্তির বিরূদ্ধে নিষ্পত্তিকৃত হইবে না যদি না তাহাকে তাহার বিষয়টি উপস্থাপন করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হয়।

(৩) রাজ্য সরকার, গ্রামসভা কর্তৃক গৃহীত সংকল্প পরীক্ষা করিবার জন্য একটি মহকুমা স্তরের কমিটি গঠন করিবেন ও বনাধিকার সংক্রান্ত অভিলেখ প্রস্তুত করিবেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উহা মহকুমা আধিকারিকের মাধ্যমে জেলা স্তরের কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) মহকুমা স্তরের কমিটির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, মহকুমা স্তরের কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, জেলা স্তরের কমিটির নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং জেলা স্তরের কমিটি ঐরূপ দরখাস্ত বিবেচনা করিবেন ও উহার নিষ্পত্তি করিবেন :

তবে, গ্রাম সভার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন দরখাস্ত সরাসরি জেলা স্তরের কমিটির সমক্ষে আনয়ন করা যাইবে না, যদি না উহা তৎপূর্বে মহকুমা স্তরের কমিটির সমক্ষে আনয়ন করা হয় ও তৎকর্তৃক বিবেচিত হয় :

পরন্তু, ঐরূপ কোনও দরখাস্ত ক্ষুব্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকৃত হইবে না, যদি না তাহাকে তাহার বিষয় উপস্থাপন করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হয়।

(৫) রাজ্য সরকার, মহকুমা স্তরের কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত বনাধিকার-অভিলেখ বিবেচনা করিবার ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবার জন্য, একটি জেলা স্তরের কমিটি গঠন করিবেন।

(৬) বনাধিকার-অভিলেখ সম্পর্কে জেলা স্তরের কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

(৭) রাজ্য সরকার, বনাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান ও উহা ন্যস্ত করিবার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নজর রাখিবার জন্য এবং সংযোজক এজেন্সি কর্তৃক যেরূপ তলব করা হইতে পারে তৎসমক্ষে সেরূপ রিটার্ন ও প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করিবার জন্য, একটি রাজ্য স্তরের নজরদারি কমিটি গঠন করিবেন।

(৮) মহকুমা স্তরের কমিটি, জেলা স্তরের কমিটি ও রাজ্য স্তরের নজরদারি কমিটি, যেরূপ বিহিত হইবে, রাজ্য সরকারের রাজস্ব, বন ও জনজাতি বিষয়ক বিভাগসমূহ হইতে সেরূপ যথাযোগ্য স্তরের আধিকারিকবর্গ এবং যথানুক্রমিক পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিযুক্ত যথাযোগ্য স্তরের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে যাহাদের মধ্যে দুইজন হইবেন তফসিলী জনজাতির সদস্য এবং অন্ততঃ একজন হইবেন মহিলা।

(৯) মহকুমা স্তরের কমিটি, জেলা স্তরের কমিটি ও রাজ্য স্তরের নজরদারি কমিটির গঠন ও কৃত্যসমূহ এবং তদীয় কৃত্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে উহাদের অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

অধ্যায় ৫

অপরাধ ও দণ্ড

এই আইন অনুযায়ী প্রাধিকার ও কমিটিসমূহের সদস্যবর্গ বা আধিকারিকবর্গ কর্তৃক কৃত অপরাধ।

৭। যেক্ষেত্রে কোন প্রাধিকার বা কমিটি অথবা ঐরূপ প্রাধিকার বা কমিটির কোন আধিকারিক বা সদস্য বনাধিকারের স্বীকৃতি সংক্রান্ত এই আইনের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন সেক্ষেত্রে উহা বা তাঁহারা, এই আইন অনুযায়ী কোন অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালিত হইবার ও এক হাজার টাকা পর্যন্ত করা যাইবে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইবেন :

তবে, এই উপধারায় কোন কিছুই কোন প্রাধিকার বা কমিটির কোন সদস্য অথবা বিভাগীয় প্রধান বা এই ধারায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে কোন দণ্ডের দায়িতাধীন করিবে না, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে তাঁহার অজ্ঞাতে ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল অথবা তিনি ঐরূপ অপরাধ সঙ্ঘটন নিবারণ করিবার জন্য যথোচিত সকল অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

অপরাধের প্রগ্রহণ।

৮। কোন আদালত ৭ ধারার অধীন কোন অপরাধ প্রগ্রহণ করিবেন না যদি না গ্রামসভার কোন প্রস্তাব সম্পর্কিত কোন বিরোধের ক্ষেত্রে বনে বসবাসকারী কোন তফসিলী জনজাতি অথবা কোন গ্রামসভা কোন উচ্চতর প্রাধিকারের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবের মাধ্যমে রাজ্যস্তরের নজরদারি কমিটির নিকট অন্যুন ষাট দিনের একটি নোটিস প্রদান করেন এবং যদি না রাজ্যস্তরের নজরদারি কমিটি ঐরূপ প্রাধিকারের বিরুদ্ধে কোন কার্যবাহ চালনায় অগ্রসর হন।

অধ্যায় ৬

বিবিধ

প্রাধিকার ইত্যাদির সদস্যবর্গ লোককৃত্যকারী হইবেন।

৯। অধ্যায় ৪-এ উল্লিখিত প্রাধিকারসমূহের প্রত্যেক সদস্য ও এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগকারী অন্য প্রত্যেক আধিকারিক ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে লোককৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০ -এর ৪৫।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার সুরক্ষা।

১০। (১) এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারের কোন আধিকারিক বা অন্য কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

(২) এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কার্যের দ্বারা ঘটিত বা ঘটা সম্ভব অথবা ঘটিত হইতে পারে ঐরূপ কোন ক্ষতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার অথবা তদীয় যেকোন আধিকারিক বা অন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য কোন বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

(৩) এই আইন অনুযায়ী সকল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য অধ্যায় ৪-এ যথা উল্লিখিত কোন প্রাধিকার ও তৎসহ উহার চেয়ারপার্সন, সদস্যগণ, সদস্য-সচিব, আধিকারিকবৃন্দ বা অন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য কোন বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

সংযোজক এজেন্সি।

১১। কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক বা এতৎপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত কোন আধিকারিক বা প্রাধিকার এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য, সংযোজক এজেন্সি হইবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।

১২। অধ্যায় ৪-এ উল্লিখিত প্রত্যেক প্রাধিকার এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী তদীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের ও ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে লিখিতভাবে যেসকল সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন, তাহার অধীন হইবেন।

এই আইন অন্য কোন আইনের অপকর্ষ সাধন করিবে না।

১৩। এই আইনে এবং প্রভিশান্স্ অফ দি পঞ্চায়েত্স্ (এক্সটেনশন টু দ্য শেডিউল্ড এরিয়াস্) অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর বিধানাবলীতে অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, এই আইনের বিধানাবলী তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধির বিধানাবলীর অতিরিক্ত হইবে, কিন্তু উহার অপকর্ষ সাধন করিবে না। ১৯৯৬-এর ৪০।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

১৪। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং পূর্বে প্রকাশ করিবার শর্তসাপেক্ষে, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতাসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা :—

(ক) ৬ ধারায় বিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রূপায়ণের জন্য প্রক্রিয়াগত বিশদ বিবরণ ;

(খ) ৬ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী বনাধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য দাবিসমূহ গ্রহণ, ঐগুলিকে একত্রীকৃত ও সত্যনির্ধারিত করিবার ও সুপারিশকৃত প্রত্যেকটি দাবির এলাকা চিহ্নিতক্রমে একটি মানচিত্র প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া ও মহকুমা কমিটির নিকট ঐ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত করিবার প্রণালী ;

(গ) ৬ ধারার (৮) উপধারা অনুযায়ী মহকুমা স্তরের কমিটি, জেলা স্তরের কমিটি ও রাজ্যস্তরের নজরদারি কমিটির সদস্যরূপে, রাজ্য সরকারের রাজস্ব, বন ও জনজাতি বিষয়ক বিভাগসমূহ হইতে যে যে স্তরের আধিকারিকবর্গকে নিযুক্ত করা হইবে ;

(ঘ) ৬ ধারার (৯) উপধারা অনুযায়ী মহকুমা স্তরের কমিটি, জেলা স্তরের কমিটি ও রাজ্যস্তরের নজরদারি কমিটির গঠন ও কৃত্যসমূহ এবং তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য উহাদের অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ;

(ঙ) অন্য কোন বিষয় যাহা বিহিত করা আবশ্যক বা বিহিত করা হইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকা কালে সর্বমোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা আনুক্রমিক দুই বা ততোধিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; এবং যদি পূর্বোক্ত সত্র ও আনুক্রমিক সত্রসমূহের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে সম্মত হন, অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহাহইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ পূর্বে ঐ নিয়ম অনুযায়ী কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রেস লিমিটেড,
১১ বি.টি. রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৬ কর্তৃক মুদ্রিত।